কাল ও কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

- কাল হচ্ছে ক্রিয়া সংগঠনের সময়কে কাল বলে।
- ক্রিয়ার কাল ৩ প্রকার
- ৩ প্রকারঃ (বর্তমান কাল, অতীত কাল ও ভবিষ্যৎ কাল)।
- বর্তমান কাল ৩ প্রকার = ৩ প্রকার
  (সাধারণ বর্তমান ঘটমান বর্তমান, পুরাঘটিত বর্তমান)।
- যে ক্রিয়া বর্তমানে সাধারণ ভাবে ঘটে তার কালকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে।
  যেমন: সে ভাত খায়। আমি বাড়ি যাই।
- যে কাজ শেষ হয়নি, এখনও চলছে, সে কাজ বুঝানোর জন্য ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়।
  যেমন: হাসান বই পড়ছে। নীলা গান গাইছে।
- ক্রিয়া পূর্বে শেষ হলেও তার ফল এখনও বর্তমান থাকলে তাকে পুরাঘটিত বর্তমান কাল বলে
  যেমন: এতক্ষণ আমি অঙ্ক করেছি। আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি।
- বর্তমানে কোনো ক্রিয়া সম্পাদনের আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ ইত্যাদি বুঝালে ক্রিয়ার বর্তমান অনুজ্ঞা হয়।
  যেমন: কাজটি কর।
- বর্তমান কালের স্বাভাবিকতা অভ্যস্ততা বুঝালে তাকে নিত্যবৃত্ত বর্তমান বলে।
  যেমন: সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায় (স্বাভাবিকতা)
  আমি রোজ সকালে হাঁটতে যাই (অভ্যস্ততা)
- নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালকে সাধারণ বর্তমান কালের অন্তর্ভুক্ত বলেমনে করা হয়।
- অতীত ঘটনার বর্ণনায় অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়ার রূপ ব্যবহৃত হয়, একে ঐতিহাসিক বর্তমান কাল বলে।
  যেমন: বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লির ক্ষমতা দখল করেন।
  ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়।

- স্থায়ী সত্য প্রকাশে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়।
  যেমনঃ সূর্য পূর্বদিকে উঠে।
- অতীত কাল ৪ প্রকার (সাধারণ অতীত, ঘটমান অতীত, পুরাঘটিত অতীত ও নিত্যবৃত্ত অতীত)।
- বর্তমান কালের পূর্বে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে তার সংঘটন কালকেই সাধারণ অতীত কাল বলে। যেমন: প্রদীপ নিভে গেল। শিকারি হরিণ মারল, ইত্যাদি।
- অতীত কালের যে কাজটি চলছিল বা যে সময়ের কথা বলা হয়েছে তখন কাজটি সমাপ্ত হয়নি এরূপ বুঝালে তাকে ঘটমান অতীত কাল বলে। যেমন: আমরা তখন বই পড়ছিলাম। কাল সন্ধ্যায় বৃষ্টি পড়ছিল। আমি কাজটি করছিলাম ইত্যাদি।
- অতীতে যে ক্রিয়া সংঘটিত হয়ে গেছে এবং যার পর আরও অনেক ঘটনা ঘটে গেছে তার কালকে পুরাঘটিত অতীত কাল বলে। যেমন: সেবার তাকে সুস্থই দেখেছিলাম। খাওয়ার আগে আমি কাজটি করেছিলাম ইত্যাদি।
- অতীত কালের ক্রিয়া সাধারণ অভ্যস্ততা অর্থে ব্যবহৃত হলে তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল বলে। যেমন: আমি কাজটি করতাম। আমরা তখন রোজ সকালে নদীর তীরে ভ্রমণ করতাম ইত্যাদি।
- ভবিষ্যৎ কাল ৩ প্রকার(সাধারণ ভবিষ্যৎ,ঘটমান ভবিষ্যৎ,পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ)।
- যে ক্রিয়া পরে সংঘটিত হবে তাকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন: শীঘ্রই বৃষ্টি হবে। আমরা মাঠে খেলতে যাব ইত্যাদি।
- যে ক্রিয়া সম্ভবত ঘটে যে কাজ ভবিষ্যৎকালে চলতে থাকবে তার কালকে ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন: আপনারা পড়তে থাকবেন। আমি মাঠে খেলতে থাকব।
- যে ক্রিয়া ঘটে গিয়েছে, সাধারণ ভবিষ্যৎ কালবোধক শব্দ ব্যবহার করে তা বুঝালে তাকে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন: আমরা যাইয়া থাকিব।

ভবিষ্যৎ কালে কোনো ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা ইত্যাদি বুঝালে ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা হয়।যেমন:সে কাজটি করবে।

এক নজরে বিশিষ্ট প্রয়োগগুলো দেখে নেই

নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

❖ স্থায়ী সত্য প্রকাশে : চার আর তিনে সাত হয়।

❖ ঐতিহাসিক বর্তমান : যেমন : বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করেন।

❖ কাব্যের ভণিতায় : মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস ভনে শুনে পূণ্যবান।

❖ অনিশ্চয়তা প্রকাশে : কে জানে দেশে আবার সুদিন আসবে কি না।

❖ 'যদি', 'যখন', 'যেন' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে অতীত ও ভবিষ্যত কাল জ্ঞাপনের জন্য সাধারণ বর্তমান কালের ব্যবহার হয়। যেমন : বৃষ্টি যদি আসে, আমি বাড়ি চলে যাব। সকলেই যেন সভায় হাজির থাকে। বিপদ যখন আসে তখন এমনি করেই আসে।

সাধারণ বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

❖ অনুমতি প্রার্থনায় (ভবিষ্যত কালের অর্থে) : এখন তবে আসি।

❖ প্রাচীন লেখকের উদ্ধৃতি দিতে (অতীত কালের অর্থে) : চণ্ডীদাস বলেন, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

❖ বর্ণিত বিষয় প্রত্যক্ষীভূত করতে (অতীতের স্থলে) : আমি দেখেছি, বাচ্চাটি রোজ রাতে কাঁদে।

❖ 'নাই', 'নাই' বা 'নি' শব্দযোগে অতীত কালের ক্রিয়ায় : তিনি গতকাল হাটে যাননি।

নিত্যবৃত্ত অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার

❖ কামনা প্রকাশে : আজ যদি সুমন আসত, কেমন মজা হতো।

❖ অসম্ভব কল্পনায় : সাতাশ হতো যদি একশ সাতাশ।